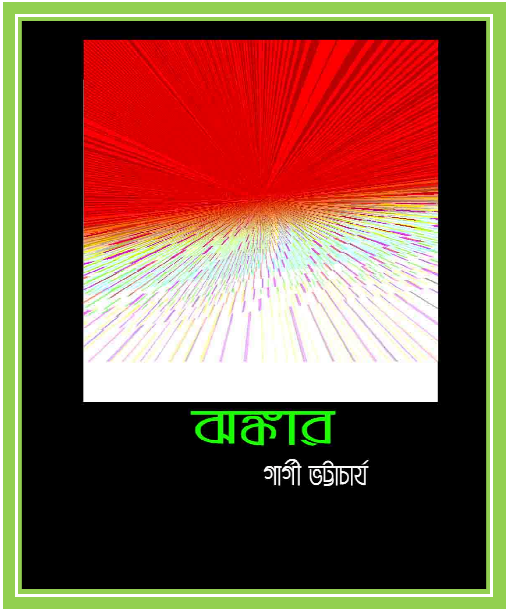
ঝঙ্কার
গার্গী ভট্টাচার্য

ঝঙ্কার

গার্গী ভট্টাচার্য

কপিরাইটেড্ মেটেরিয়াল

এটি একটি স্পিরিচুয়াল ডাইরি । আমার কাজ তথ্য পরিক্ষা করা নয় । লেখা । আমার যা মনে হয় তা লেখা । আপনাকে আমি ডেকেছি ? যে পড়ে আমাকে গালাগালি দিচ্ছেন ? পাগল বলছেন ?

জানেন যেই অ্যামাজন আমার বই সরিয়ে দিয়ে বলেছে যে আমি আর কোনোদিন ওখানে বই আপলোড করতে পারবো না, আমার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছে, তারাই আবার আমাকে বই তুলতে ইমেল করেছে । হ্যাঁ, আমাকে ওরা নামে ইমেল করেনি অথবা বিশেষ কোনো বার্তা দেয়নি বটেই তবে যাকে ব্যান

করেছে তার অ্যাকাউন্টে অকস্মাৎ এরকম ভুঁয়ো ইমেল চলে আসাটাও খুবই অবাক করার মতন ব্যাপার।

এবার আপনি যদি মনে করেন এটা এ-আই জেনেরেটেড ইমেল তাহলে আমার কোনো কথা বলার নেই আর।

এবার লেখা শুরু করি। রাজকন্যে শার্লট একজন আজব কন্যে। সে ওদের রাজপরিবারকে ডোবাবে। সে অভিশপ্ত মেয়ে। কার্স ম্যানিফেস্টেড্ বলে একটি কথা হয় ও হল সেই রকম একটি মেয়ে। ওর জন্য বৃটিশ রয়েল ফ্যামিলিতে সমস্যা হতে পারে। যারা ওদের রাজপরিবারকে

অভিশাপ দিয়েছিলো সেই সব কার্স একটি রূপ ধারণ করে জন্মে গিয়েছে এই মেয়ে হয়ে। এই মেয়ে ২০+ হলেই কেউ একে হাপিস্ করে দেবে এর উন্মাসিক স্বভাব ও আচরণের জন্য। একে যদি কোনো ভালো পুরোহিত বিহিত দেন তাহলে এ বেঁচে যাবে।

সম্প্রতি যে কম্পিউটার হ্যাভক হল আজকে , তা অমিতাভ বচ্চন দ্বারা কৃত । আজকে যে সমস্ত আন্তর্জালে ও কম্পিউটারে সমস্যা হচ্ছে সেই ব্যাপারটি। এই ব্যাক্তি লম্পট। মেয়েদের হ্যারাস করে । জার্নালিস্ট শোভা দে একবার এর

সাক্ষাৎকার নিতে যান । তখন উনি যুবতী । এই ব্যাক্তি মোলেস্ট করতে যায় । শোভা দে চাকু বার করেন ও গলায় ধরেন । এই অ্যাকশান হিরো চমৎকৃত হয়ে যাবড়ে জান । তখন মিসেস দে পলায়ন করেন । কারণ ওনাকে ওনার পিতা এই শিক্ষা দেন যে , বেটি সাংবাদিক হচ্ছিস্ তো দৈহিক কসরৎ শিখে রাখ কারণ কখন কোন শয়তানের খপ্পরে পড়ে যাবি কেউ জানেনা । অমিতাভ থ্রিলার ক্রমশ প্রকাশ্য ।

কবি রেখা রায় যিনি মৃতা উনি পরের জন্মে প্রফেসর হবেন ও কবি ও লেখক ।

বড় সরকারি পুরস্কার পাবেন উনি । সুন্দর পারিবারিক জীবন হবে ওনার ও ডোমেস্টিক ব্লিস থাকবে আর এই জনমে লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী (জ্ঞাণপীঠ পুরস্কার) ওনার কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। উনি আমার মাসিমা হন।

শ্বশুর বাড়ির দিকে।

আমার প্রতিজ্ঞা ভাণ্ডার স্বভাব আছে । আমার এক্স-রা বলে । মানে প্রেম ও বিবাহ সংক্রান্ত। সেটা করি মানে ৭ জন্ম একসাথে থাকবো এরকম প্রমিস্ করি কিন্তু স্পিরিচুয়াল উন্নতির জন্য অন্য কোনো জীবন বেছে নিয়ে চলে আসি ।

অর্থাৎ আমার কাছে মোক্ষের পথটা বেশি জরুরি , সংসার ধর্মের থেকে ।

শুভ মহরৎ সিনেমার গল্পে যে বিষ বা ওষুধ প্রয়োগ এর কথা বলা হয়েছে তা আদতে কালা জাদু যা ওসব জগতে কমন । মহুয়া রায়চৌধুরীকেও ঐভাবে মারা হয় । জনপ্রিয় হয়ে গেলে ওনার মাকে এক পুরোহিত বলেন যে এবার ওঁকে ঠাকুরের প্রোটেকশান দিন নাহলে যেই রেটে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে তন্ত্র মন্ত্র করা শুরু করবে লোকে এবার ।

আর হলও তাই । গতিরোধ করে দেওয়া হয় । যদিও ভারতে কালা জাদু করা আইনত: অপরাধ ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আপিসে ঐ বিকিরণ এর লোকগুনো গিয়েছে ও তাকে জাপটে ধরেছে । ওর খুব সম্ভব অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার হবে । আর ওর এস-টি-ডি রয়েছে । লেফট/রাইট নেতাদের সাথে শুতো রক্ষাকবচ ব্যাতীত তাই কমিউনিস্ট নেতারা ওকে হত্যার চেষ্টা বন্ধ করে একটা সময় । সুব্রত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী আর বেশির ভাগ কমরেডদের

সাথে শুয়ে আজ এমন যৌন রোগ ধারণ করেছে দেহে যে স্কিন টু স্কিন কনট্যাক্ট থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে । এর ভাইপো/ঝি/বোনপো/ঝি সব বিনষ্ট হয়ে যাবে । মহুয়া মৈত্রকেও এই রোগ দিয়েছে স্পর্শ করে । তাঁকে শিকল বেঁধে রেখেছে তন্ত্র করে যাতে পার্টি বদল করতে সক্ষম না হন । নেক্সট সরকারে মহুয়া অর্থনীতি অথবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে যাবেন । মমতা আর্মস ডিলিং এ যুক্ত । পুলিশ চৌকি উড়িয়ে দিয়ে আর্মস পাচার করে ও নকশালবাদীদের নাম দিয়ে দেয় এই শয়তানি । একে নিয়ে সাউথের মুভি আছে যে কেমন শয়তানি করে, ঠিক এর

মতই দেখতে ঐ নারীকে । ভাইপোর সাথে সেক্স করে । সেলেবস্‌দের সাথে মেশে , সুবিধে নেয় তারপর এদেরকে বাসের নিচে ফেলে দেয় । তাপস পালকে ফাঁসায় । এখন মুনমুন সেনকে বাণ মেরেছে । আগে তান্ত্রিক ছিলো । বদ্‌ কাপালিক । এখন ওর বাসায় যেই কালীর পুজো করে সেই প্রতিমায় বসে ওর গুরুজী । আগেই বলেছি যে যত মূর্তি বা সমাধি পুজো নেয় সব জায়গাতে এক একজন যোগী বসে থাকেন । আর ওখানে ওর গুরুজী আছেন যিনি ওকে শেখান যে মানুষের ক্ষতি করবে না তন্ত্র করে । সেই গুরুকে অবজ্ঞা করে এসব ক্ষতি করায়

ব্রতী হতে এখন গুরু ওর বাসার কালীর পদে অধিষ্ঠ হয়েছেন। ওকে শান্তি দেবেন বলে। সবথেকে করাপ্ট সরকার বাংলার। আগের জীবনে মাফিয়া ছিলো।

রিয়েল লোকেদের প্রাইজ দিতে দেখা যায়না। ১১ মাসের বেশি আর এর আয়ু নেই। টাটাকে তাড়ায় বাজে ইস্যু নিয়ে। অথচ ন্যানো তখন এলে আজ বাংলার চেহারা বদলে যেতো। টাটারা রক্ষণশীল কোম্পানি। কর্মীদের জন্য কেয়ার করে। ওদের কর্মচারীদের বাচ্চারা পরিক্ষা দিয়ে ওখানে কাজ পেতে পারে গ্র্যাজুয়েশানের পরে আমি দেখেছিলাম আমার অনেক

বন্ধু ও পরিবারের লোক পেয়েছে ঐভাবে । কিন্তু সরকারি অনেক সংস্থাতে মারা না গেলে এইভাবে কাজ মেলেনা । আর অনেক সরকারি সংস্থা অন্যরকম ভাবেও হ্যারাস করে । যেমন আমার বরের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন কাজ করার সময় ও কাজের জন্য নাম ছিলো । কিন্তু এয়ার ফোর্স তাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । যার জন্য আমার বরের আজও রাগ রয়েছে । সাহায্য না করে ।

তাকে অন্য এয়ার ফোর্স স্টেশান থেকে ডেকে নিয়ে যেতো কাজ করবার জন্য এত নাম ছিলো । তাই টাটার মতন

ভালো কোম্পানিকে প্রবেশ করতে না দিয়ে মমতা ভুল করেছে । সরকারি/বেসরকারি বলে কিছু হয়না । কে কতটা কর্মীদের অপব্যবহার করে সেটা দেখা জরুরী । অ্যাবিউজ যেন না করে সেটা দেখতে হয় । ম্যাচিওর্ড নেতারা ও স্টেট্স্ম্যানরা বিগার পিকচারের দিকে তাকান । আর চাষের জমির কথা বললে সব সভ্যতাই এইসব জমির ওপরেই গড়ে ওঠে বিশেষ করে বাংলা । জোব চার্ণক এর কলকাতাও আগে চাষের জমিই ছিলো আর আজকের রাজারহাট ও মাছের ভেড়ি আর গড়িয়া / পাটুলী

ছিলো চাষের জমি যা আমি নিজে দেখেছি । এইভাবেই সভ্যতা এগিয়ে চলে ।

চাষাদের খাবারের ব্যাবস্থা করাটা বেশি জরুরি জমি বাঁচানোর চেয়ে । কারণ অত্যন্ত আদিম প্রথায় চাষ হয় ওখানে যা করতে ওদের কালঘাম ছোটে । তার বদলে যদি এমন কাজ দেওয়া হয় যাতে অনেক বেশি অর্থ ও পরিশ্রম কম তাহলে ওরাও খুশি হয় । এটা হল মমতার চিপ্ রাজনীতি যা আজকে বাংলাকে এত পেছনে ফেলে দিয়েছে ।টাটা না থাকলে আধুনিক ভারত হয়না । বিমান পরিসেবাই দেখো । টাটা গ্রুপ না থাকলে

আজ কি হতো । নারায়ণ মূর্তি পুরো ধবংস করে দিয়েছিলো । দিদি আমাদের বিদেশ যেতো কি করে ? রোদ্দুর রায় শুনছেন ?

এই মমতার বাপ্ কালীঘাটে বেশ্যালয়ে যেতো । অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জীর মৃত্যুর পরে কোভিডে , ওনার মরদেহতে লোকে চুম্বন করছে ভালোবেসে , শ্রদ্ধায় আর আবেগে কিন্তু কোভিড তো ভয়ানক অসুখ একটা আর বিজ্ঞান তো ঘুঁটে কুড়ানি বা সেলেব্স এসব মানেনা তাই মমতার উচিৎ ছিলো এসব বন্ধ করা কিন্তু তা না করে মহিলা ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে

এসব দেখছিলো। এতে কত সরল মানুষ আবার কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গেলো।

রাণা সঙ্ঘ এর রাজত্বে এই মহিলা এক ভিল নেতা ছিলো ও সমানে মোঘলদের থেকে অর্থ নিয়ে রাণার রাজ্যে সমস্যা করতো। তাই রাণী কর্ণাবতী একে অভিশাপ দেন যে রাণার খাও ও পরো আর ওনার ক্ষতিসাধনে ব্রতী তুমি ? একদিন ভগবান এর বিচার করবেন।

এই রাণী কর্ণাবতী হলেন সুচিত্রা সেন আর রাণা সঙ্ঘ হলেন রতন টাটা আর সেই শয়তান নেতা ও ভিল মানুষ হল মমতা ব্যানার্জী।

যেই পরিবেশ রক্ষার জন্য টাটাকে ঢুকতে দেয়নি সেই পরিবেশ কেবল চাষের জমি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না । কার্বন এমিশান একটি দিক । সোলার রেডিয়েশান , নর্মাল বিকিরণ এসব থেকেও হয় । ক্যান্সারের চিকিৎসায় যেই রেডিও থেরাপি দেওয়া হয় তার থেকেও পরিবেশের ক্ষতি হয়ে থাকে । এই যে এত শত নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি হয় তাও পরিবেশ দূষণ এর কারণ । কিন্তু সভ্যতাকেও তো বাঁচতে হবে । পরিবেশের দোহাই দিয়ে সবকিছু করা চলেনা । গঙ্গার দূষণের জন্য কি করা হচ্ছে ?

তাই সুচিত্রা সেনের সাথে দেখা করতে যায় মমতা সুযোগ সন্ধানী-- তত্ত্ব করে জেনে এই কার্সের কথা; অত্যন্ত ভালনারেবেল সময় হাসপাতালে যেখানে মিসেস সেন কারোর সাথে দেখা করতেন না সেইকথা জেনেও।

মমতা ফ্যাসিস্ট । সব পার্টিকে খতম্ করছে । মর্ডানাইজেশান ও কর্পোরেটাইজেশান এক জিনিস নয়।

জে-আর-ডি টাটা এক ভিশনারি ছিলেন। ব্যবসাদার নন।

কুদ্দুলোর বলে একটি জায়গা আছে দক্ষিণ ভারতে যেখানে দুষণের জন্য লোকের গায়ের চামড়ায় সমস্যা , নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ । এরকম বহু আছে । তার জন্য কি করা হচ্ছে ওখানে ? লোকেরা প্রায় মরণের দুয়ারে । টাটার ফ্যাক্টরি করার আগে পরিবেশ দপ্তরের সার্টিফিকেট নিয়ে নিলে হতো । জে-আর-ডি শেখান যে কর্মীরা তোমার সন্তান । ওদের অবহেলা করোনা । ওরাই প্রোডাক্ট বানায় যা বিক্রী করে তুমি পয়সা রোজগার করো ও খাবার খাও । ওদের সাথে বত্তমিজি করোনা । ওরা ভুগলে তুমিও ভুগবে । এটা ওদেরই খেলাঘর যেখানে তুমি

খেলতে নেমেছো ও একজন রেফারি মাত্র । তোমার কাজ খেলাটাকে সুস্থভাবে চালু রাখা।

বাংলায় রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা আসছে । মমতা সারেন্ডার করলে সুবিধে হতো । এখন অন্যরকম হবে । আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে অস্বাভাবিক বন্যা ও তারপর মহামারি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এখানে কিছু রাজনৈতিক নেতা আমার সাথে দেখা করতে চান আমার এইসব প্রফেসির জন্য । অথচ বাংলার অনেকে মনে করে আমি উন্মাদ ও পর্ণস্টার । মমতা আমাকে বলছে, তোকে প্রাইজ

দেবো কি শালি চুতিয়া , তুই আমাদের সব ধ্বংস করছিস্ !

মানে ক্রাইম র‍্যাকেট । আসলে ওদের সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে তাই ।

অর্থাৎ এখন ক্রিমিন্যালদের হয়ে যারা কাজ করে তাদের পুরস্কৃত করা হয় ।

চৈতালী দাশগুপ্ত আমার ভাড়া স্থির করছে । যে একজন সন্ত + পর্ণস্টার কেউ দেখেছো আগে ?

চৈতালী এক পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক । কলকাতা দূরদর্শণকে পতিতালয়ে কনভার্ট করেছে ।

ওর কানাকড়ি যোগ্যতা নেই আর জোর হল ওর শাশুড়ির বড় পরিচালকের সাথে পলায়ন । আগেকার যুগ হলে এই পাপ লোকে চেপে রাখতো না ডুবে মরতো জলে লজ্জায় । কিন্তু এই শুয়োরের বাচ্চা শাশুড়ির গন্দী হরকৎ কে বাজারে চাউড় করে মাইলেজ নিচ্ছে ও সিনেমা জগতে আলোড়ন তুলছে । উইকিপিডিয়ার পাতায় লিখে রেখেছে যে সোনালী সেন রায় এর পুত্ররা এই পরিচালকের বায়লজিক্যাল বাচ্চাদের হাফ ব্রাদার । আমাদের প্রতি জন্মে , রাজা পিতাদের এরকম অনেক সন্তান ছিলো যারা নগর বধূ বা মিস্ট্রেস্ যোনী সম্ভূত । তাদের

আমরা হাফ ব্রাদার বলতাম না । বরং টুক্কেল খান্নার মতন রাজকুমারী ও আমার সেইসব জন্মের বোনেরা তাদের বলতো , বাস্টার্ড ।

আমার ভাড়া জানতে চাস্ তুই চৈতালী ?বলে দিস্ তোর বন্ধুদের , পার সেকেন্ড হল ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । দিতে পারবি ? একটা ডলারও কম করবো না আমি । কারণ আমি ছাড় দেওয়াতে বিশ্বাসী নই । সম্ভোগে কোনো ছাড় হয়না তুই তো জানিস নগরবধুর

বংশজাত কন্যে ! দেয়ার ইজ নো শর্টকার্ট টু অর্গি।

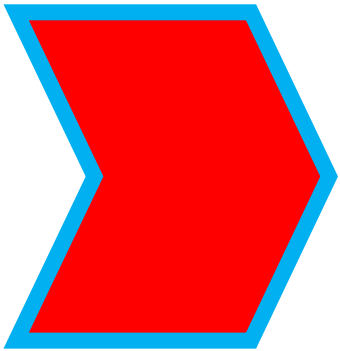

স্বর্গে কোনো কামের ব্যাপার নেই। ওখানে সেক্স মানে মনে মনে কোনো বাসনা চরিতার্থ করা। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র

অপ্সরাদের নাচ দেখে মুগ্ধ হন তার মানে এই যে উনি মনে মনে সেই আনন্দ নিয়ে থাকেন যেমন আমরা চিত্রহার দেখি । কিন্তু ধ্রুপদী সঙ্গীতকারদের কাছে তা চটুল বলে বিবেচিত হয় । তাই ওকে সেক্সের মতন মনে করা হয় । পৃথিবীর বাইরে ফিজিক্যাল বডি নেই তাই ওখানে স্থূল দেহ না থাকায় এখানকার মতন সেক্সের কনসেপ্ট নেই । এগুলি সাতানের শেখানো জিনিস যাতে মানুষ পাপে ডুবে নিচে নেমে যায় । যে স্বর্গে যখন হয় তখন এখানেও দেদার করিনা কেন ! বড় বড় যোগীদের কাছে তাই ঐ নাচন হল প্রলয় নাচন ও কামের সমান কারণ তা প্রভূত

ভাইব্রেশানের সৃষ্টি করে ও স্থিরতাকে নাশ করে , শান্তিকে নাশ করে।

কলকাতা দুরদর্শন ও গল্ফ্ গ্রীণ চৈতালীর শত্রুরা আক্রমণ করে নষ্ট করে দেবে। পাতালের মতন হয়ে যাবে ওগুলি।

প্রায় রইবেই না।

ধ্রুব তারা অর্থাৎ রঘুরাম রাজনের আর মাত্র ১৫/১৬ জন্ম লাগবে লিবারেশানে। ৫/৬ জন্ম পশুপাখী জন্ম নিয়ে নেবেন উনি । উনি কিন্তু নক্ষত্র পুঞ্জ নন । একজন ঋষি । সামনের জন্মে উনি বরোদার রাজবংশে জন্ম নেবেন ও ঋষি

অরবিন্দ ওনার পিতা হবেন আগেই বলেছি ও উনি তাঁরই কাছে দীক্ষা নেবেন । ব্রহ্মাজী ওনার পত্নী হবেন । উনি অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় এখন । আর তারপরের জন্ম থেকে উনি আর নারী সঙ্গ করবেন না। মঠেই জীবন কাটাবেন ও কেবল সাধন ভজন করবেন।

দেবশ্রী রায় কিন্তু এখন নদ ব্রহ্মপুত্র।

রঘুরাম আমার ক্লোজেস্ট সোলমেট । আমার পুত্র পালানি মুরুগানের পরেই উনি আছেন । তাই আমার উত্তরণের সুবিধে পাবেন উনি ও আমার কোনোরকম নাশকতা মূলক ব্যাপার

হলেও সোলমেট রূপে এই ধ্রুবতারা ও ঋষি, এনার্জি লেভেলে ব্যথিত হবেন।

ইরানের আয়াতোল্লা খোমেইনির বাবা ইরানের শাহ্ যদি কোথাও দাঁড়িয়ে এক কাপ চাও পান করতেন তো সেই মানুষকে ব্রুটালি মেরে ফেলেছিলো। আর সোলেইমানিকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে জানার পরে সে শাহ্ এর পুত্র। আয়াতোল্লার জন্য সেল্ফ লেস্ কাজ করা সত্ত্বেও। ক্ষমা ও তিতিক্ষা নেই। আর জেইনাবের মা অর্থাৎ সোলেইমানির কাজিন আয়াতোল্লাকে বলে দেয় যে কাশেম মারা যায়নি বরং জেইনাবের

বাবা মারা গিয়েছেন আর আয়াতোল্লা রেগে যায় । পরে সোলেইমানিকে খুঁজে মারার চেষ্টা করতে শুরু করে । ওর ডক্টটরড্ ছিন্ন- ভিন্ন ইমেজ নেটে তুলে ইজরায়েলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় স্যাডিস্টিক প্লেজার নিতে ও মাইলেজ নিতে মুসলিম দুনিয়ার কাছে ও শাহ্ ও তার পরিবারকে নিজের পাওয়ার দেখাতে ।

আমি যখন এই ধ্রুব তারার সাথে যুক্ত ছিলাম তখন প্রমিস্ রাখিনি কিন্তু আমার শিব যোগিনী রূপে দেহত্যাগের পরে উনি দেবী/ভবানী/অম্বার মন্দিরে গিয়ে ক্ষমা

ভিক্ষা করেন যে প্রমিস্ রাখেন নি। আমি ভগবানের সাধনা করলাম কিন্তু উনি কিছুই করেন নি। সেই জন্মে আমার মেয়ে হবার সময় হার্ড প্রেগন্যান্সি হয়। তিনটি সন্তান ছিলো। সূতিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার প্রায় যৌন জীবন অকেজো হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার স্বামীকে যিনি একজন রাণা ছিলেন সবাই আরেকটি স্ত্রী নিতে বলেন। কিন্তু উনি রাজি হননা। বলেন যে আমার ৩ সন্তানের মা এই রাণী আর আমি এবার স্বামী ও স্ত্রীর অন্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হবো।

উনি কবি ও শিল্পী ছিলেন । তাই সেন্সিটিভ ছিলেন । ওনার একটিই স্ত্রী ছিলো আর আমি সেটি ছিলাম । সেই মেয়ে ছিলো রাঈমো সেন । ও সেই রাণা হলেন অমল পালেকর । উনি এখন যমরাজ । তবে আমার সমস্যা সেরে যায় স্বপ্নে শিবের মন্ত্র পেয়ে । তাই আমি যোগিনী হয়ে উঠি ও হিলিং দিতে থাকি । আমার হস্তে জাদু ছিলো । ভগবান যিশুর মতন যাকে স্পর্শ করতাম সেই সেরে উঠতো । অনেকটা প্রাণিক হিলারদের মতন আরকি ।

নচিকেতা চক্রবর্ত্তী; গায়ক পরজনমে হবেন আরেক চে গুয়েভরা। ১০০ বছর বাঁচবেন। বৌদ্ধ শ্রমণ হবেন উনি ও দেহত্যাগ করবেন। অর্থাৎ চে গুয়েভরার মতন কেউ ওনাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেনা। রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লড়াই করবেন।

আয়াতোল্লা খোমেইনি প্রমোদ মহাজনকে জাগ্নি বাসুদেব হতে সাহায্য করেছে কারণ যখন কেউ তেল কিনতো না তখন ভারত একমাত্র ইরানের থেকে তেল কিনতো সেইজন্যে।

তন্ত্রে ইতর যোনির সাধনা মানে পিশাচ ও রাক্ষসই নয় অপ্সরা , যক্ষিনী , পরী , কিন্নরী এইসবও হয় । ওসব ভূত/প্রেত/পিশাচ করলে আর অতি উঁচু স্থানে সহজে যাওয়া যায়না । বালাজী বিষ্ণু ঐ পরী /অপ্সরা এসবের সাধনা করেন কিন্তু পতন হয় ওরা ধরে ফেলায় । ওদের মধ্যে যারা অসৎ তারা নানান সুবিধে চায় যে ঐসময় তোমাকে আমি হেল্প করেছি এখন এটা চাই এইরকম । এইভাবে সাধকের সর্বনাশ হতে পারে । এই বিষ্ণু এখন নরকে ও পরে স্পার্ক হয়ে যাবেন । তবে দ্রুত উন্নতি হবে ও একটি দেহ পাবেন ও আবার

সাধন পথে অগ্রসর হবেন । আমার ইনডাইরেক্ট সোলমেট । পরে আর ওনার পতন হবেনা ও সাধন ভজন পথে অগ্রসর হয়ে যাবেন ও পরম প্রাপ্তির দিকে হাত বাড়াতে সক্ষম হবেন । উনি এবারে ভক্তিরসে উদ্বেলিত হয়ে সাধনা করবেন ।

পালানি মুরুগান যে অলরেডি জন্মেছে সে একজন টপ্ স্পাই হবে । দুনিয়া এমনটি আর দেখেনি । বেশি কোভার্ট অপারেশান এক্সপার্ট হবে । অস্ত্রশস্ত্রতে পারদর্শী হবে ও চমৎকার দক্ষতা থাকবে । কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্স এ ও কখন কোথায় তা ব্যবহার করতে

হবে সে জানবে। ছদ্মবেশ ধারণে এক্সপার্ট হবে । কোনোদিনই কেউ তাকে ধরতে সক্ষম হবেনা ছদ্মবেশের জন্য। আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তার এমনই কাজ করবে যে সে যুদ্ধ বা অপারেশানের আগেই তার এফেক্ট, ফল, কার্যকারিতা সমস্তকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে ও বুঝতে সক্ষম হবে । তার বাবা অর্থাৎ সোলেইমানি গতজন্মে এরকম এক পুত্র সন্তান ম্যানিফেস্ট করে যখন দ্বারভাঙ্গার রাজাকে হত্যা করতে যায় আর নানান ফ্যাসাদে পড়ে তখন মনে করে যে আমার যদি এরকম এক দুর্ধর্ষ স্পাই পুত্র থাকতো যে আমার থেকেও অনেক ভালো

সোলজার তাহলে আমাকে হেল্প করতে পারতো। সেই বাসনাই এই জন্মে ভগবান মিটিয়ে দিলেন আরকি।

অমিতাভ বচ্চন জার্নোদের মোলেস্ট করে। চা অফার করে। মশালা চা। কেউ খেতে চাইলে তাতে স্পাইস এর সাথে এমন জিনিস মিলিয়ে দেয় যা ওকে ঘুমের মতন জায়গায় নিয়ে যায় ঐ ড্রাগড্ বলেনা ঐরকম আর তারপর মোলেস্ট করে ছেড়ে দেয়। যুবক বয়স থেকে চাকরানিকে মোলেস্ট করতো। ওর মা তেজি বচ্চন এক চীজ। ওর বাবার আগের বৌকে গলা টিপে মারে ও নিজে

বৌ হয়ে বসে । ডিম্পলকেও মোলেস্ট করে । নিজ গুন্ডাদল পোষণ করে । আর এস এস কে টাকা দেয় মুখ বন্ধ রাখার জন্য । ঐশ্বর্য রাইকে নিয়মিত মোলেস্ট করতো ও কিঙ্কি সেক্স করতো । ঐশ্বর্য রাই নিজের মল চেপে রাখতো শ্বশুরকে খাওয়াবে বলে । দা মোস্ট বিউটিফুল ওম্যানের মল । মলত্যাগের জন্য । খাওয়ার জন্য জানতাম না । ওকে বুড্ডা লাভার বয় বলতো ।

এই কিঙ্কি সেক্সের ভিডিও লিংক ডার্ক নেটে পাবেন । পানামা পেপারে এদের বেনামি সম্পত্তির নাম আসে । অমিতাভ

নারীমাংস লোভী এক পুরুষ। নারীদেহের ব্যবসা করে ও মধুচক্রে যুক্ত।

ওর বৌ যখন ওকে প্রথম সন্তানের জন্মের কথা সম্পর্কে বলতে আসে তখন নকরানির সাথে দেখে কম্প্রোমাইজিং অবস্থায় । মন ভেঙে যায় । কিন্তু মহিলাকে এই লোকটি আটকে দেয় । পরে মহিলা রণধীর কাপুরকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সেসব ধোপে টেঁকেনা।

অমিতাভ নিজ স্ত্রীর কেরিয়ার নষ্ট করে দেয়। গৃহবন্দী করে যাতে বাইরে গিয়ে সে নিজ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে পারে । একটা গোল্ড মেডেল দিয়ে কিছু হয়না

কে কত সাক্সেসফুল্ সেটা বড় কথা । বচ্চন পরিবারকে লোকে চেনে আমার আর ঐশ্বর্যর জন্য ।

এসব বলে জয়া ভাদুড়িকে নিচু করতো এই জঘন্য শয়তান । সংবেদনশীল জয়া দেবী ভেঙে পড়েন ওর এই আচরণে ।

ওর অভিনয় ক্ষমতা জয়া ভাদুড়ির কাছে কিছুই নয় । কতগুলো অ্যাকশান মুভি করা স্ক্রিপ্ট ওরিয়েন্টেড্ সিনেমা করে বাণিজ্যিক ভাবে সফল হওয়া অভিনেতা একটি , বলেন এক অত্যন্ত নামী পরিচালক ।

আমি নাকি ওর সবচেয়ে বড় শত্রু কারণ আমি ওকে এক্সপোজ করবো । আমাকে যেই কমেন্ট দেয় তা টেলিপ্যাথিক্যালি । আমি ওটা সরিয়ে দেবো । ও ব্রহ্মা নয় আর রেখা সরস্বতী নয় আর জয়া ভাদুড়ী ভূমিদেবীও নয় । এরা সবাই ফলেন এঞ্জেল । আমার কাজ স্ক্রুটিনি করা নয় ও রাইট/রং দেখা নয় । কেবল লেখা ।

মহর্ষি একবার বলেন যে উনি কাউকে শাস্তি দিতে আসেন নি । তাহলে গাছের কাকটিও ছাড়া পাবেনা । তাই আমার কাজ এটা দেখা নয় কে ঠিক আর কে বেঠিক । আমার কাজ লিখে যাওয়া ।

রেখা ওর টুইনফ্লেম নয় । ওরা গুন্ডা পাঠায় সিনেমায় রোল পেতে ।

ঐশ্বর্য এক কর্ণপিশাচিনী লেপটানো সত্ত্বা । তাই লোকে ওকে এত সুন্দরী বলে । যারা বলে তারা সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাচের মেয়েদের দেখেনি । অথবা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ মেয়েদের ।

আফগান জলেবী গানটা কপি করা । হুবহু । যাঁর গান থেকে নেওয়া তাঁর ইউ-টিউব ভিডিও দেখলেই দেখা যায় ঐশ্বর্য রাই এর থেকেও চমৎকার মেয়েরা ওখানে মুখ দেখাচ্ছে । ঐশ্বর্য রাই হল একটি প্যাকেজ । পণ্য । ও কোনো গুহঃ নম

শিবায়র মতন শক্তিশালী সন্ত এর শ্যাডো সেল্ফ নয় । একটা বেশ্যা যে নিজের শ্বশুরের সাথে ও সমস্ত ব্যবসাদার ও অভিনেতাদের সাথে ও নেতাদের সাথে শুয়েছে । ওর মেয়ে আরাধ্যা একটা হিজড়া ও একটি গর্ত্ত ও ছোট বিচী ব্যতীত ওর আর কিছুই নেই যৌনাঙ্গে । আর ওর বাপ হল বিগ-বি । অভিষেক নয় । কারণ অভিষেক বাপ হতে অক্ষম ।

এদের এবার এত নোংরা বার হবে ঘর থেকে যে বড় বড় ড্রেন যে হয় গ্রামের আর তাতে কালো কালো কাদা থাকে সেরকম জিনিস বার হয়ে আসবে । আর

বচ্চন পরিবারকে লোকে বদচলন পরিবার বলবে।

জয়া আমাকে পবিত্র আত্মা মনে করেনা। কারণ সন্তরা লোকেদের উদ্ধার করে আর আমি নাকি মেরে ফেলছি । মহিলা জনেনা যে সন্ত ও মেসাইয়া ভিন্ন । মেসাইয়াগণ জাস্টিস দিতে আসেন ও বিশেষ জাতের সন্ত । আর বেশি যারা শয়তানি করে তারা শক্তিশালী যোগীদের কন্ট্যাক্ট এ এলে মারাই যায় । এমন অনেক নজির রয়েছে আধ্যাত্মবাদের পুস্তকে। মহিলার পাঠ করা উচিৎ।

আর যেই অমিতাভ তাকে এত অপমান করছে , দুই বৌ নিয়ে থাকে- রেখা আরেক বৌ আর সেটা হিন্দুমতে ভারতে ইলিগ্যাল আর পুত্রবধুর সাথে কিঞ্চি সেক্স করে আরো নানাবিধ্ তাকে আমি এক্সপোজ করছি তো আমাকেই গালি দিচ্ছে। একে বলে স্টকহোম্ সিন্ড্রোম।

এক মানসিক ব্যাধি । যার থেকে বেশি অ্যাবিউজ্ড্ হয় তাকেই রক্ষা করতে শুরু করে । ঐশ্বর্য ও ওর তান্ত্রিক মা অভিষেকের কেরিয়ার অবধি নাশ করে দিয়েছে । যাতে অমিতাভের ঘাড়ে চেপে বসতে পারে । আগের জন্মে ওর বাপ্

কৃষ্ণ রাই এক মাদ্রাজি লোকাল নেতা ছিলো যে বৃটিশের টাকা খেয়ে লোকাল রাজার বিরুদ্ধে শয়তানি করতো ও সৈনিকের সাথে মেয়ে ও বৌকে শোয়াতো। এই ঐশ্বর্য ও তার মাতা বৃন্দা রাই হল সেই মক্‌কেল। ওদের প্যান্টি পরতে খুব ভালো লাগতো। শাড়ির নিচে প্যান্টি পরে থাকতো। বৃটেন থেকে কোনো ক্লায়েন্ট এলে ওদের জন্য প্যান্টি কিনে আনতো এমনই ছিলো এই দুই নগর বধূ। স্বভাব যায়না মলে।

গুহ নম: শিবায়র শ্যাডো সেল্ফ / ছায়া শরীর এত নোংরা ? ঐশ্বর্য ? এত বড়

পাপ করছিস্ ? এইসব নোংরা কথা চাউড় করে ? বাজারি অউরৎ ? চুলোয় যাহ্ তুই আর তোর মা !

ঐশ্বর্যের মা আমাকে এসে বলে যে আমার হয়ে ভগবানের কাজ করে দিচ্ছে কিন্তু আমাকে মারার জন্য এনটিটি পাঠায় । সে চামুন্ডা দেবী নয় না তার বর কোনো গণেশ এর পদে উন্নীত দেবতা । হয়ত কখনও ছিলো । এখন পতিত হয়ে গিয়েছে । বাপ হল এক ক্রিমিন্যাল । দক্ষিণ ভারতে কাজ করার সময় এক সহকর্মীর মুখে অ্যাসিড মেরে চাকরি খোয়ায় । সেই লোক নিহত হয় কিন্তু

কোনো প্রমাণ না থাকায় এর জেল হয়না । তখন তো সিসিটিভি ক্যামেরা ছিলো না ।

তবে লোকে সন্দেহ করে ওকে । ঐ ব্যাক্তির রিসার্চ পেপার চুরি করে নেয় ।

পালিয়ে মুম্বাই চলে আসে ও তান্ত্রিক মায়ের তন্ত্রবিদ্যা দিয়ে লোকটি বেঁচে যায় । নারায়ণ মূর্তির দূরসম্পর্কের কাজিন । এদের ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই আর ছিলো না কোনোদিন । এই ঐশ্বর্য ও তার মাতাজীকে সাতানের সাথে জুড়ে দেবে ভগবানেরা । আর কোনোদিন স্ক্রি-উইল রইবে না ।

এরা তান্ত্রিকের বংশ যারা সেলেব্স ও নিরীহ লোকের ভালোমানুষীকে খাদ্য করে।

মালাইকা অরোরাকে খান পরিবার থেকে তাড়ায় কারণ সে সলমানকে সেক্স অফার করে বসে। ড্রাগস নিয়ে।

হলিউডে একটি যৌন রোগ শুরু হয়েছে যা স্কিন টু স্কিন ছড়াচ্ছে ও মহামারির আকার নেবে । মৃতদেহ ও পচাগলা কঙ্কালের অংশ এসব এর সাথে সেক্স করার পরিণাম এগুলি । এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই ও এটি ব্যাকটিরিয়া থেকে হয় । এত লোক মারা যাবে যে

কোনো ভদ্র বাড়ির লোক আর এরপরে ফিল্ম জগতে যাবেনা । মারণ ব্যাধি এইডস এর মত কিছুটা ।

মর্গ থেকে নিয়ে এসে কিঙ্কি সেক্স করার পরিণতি এসব । এই পাপ নগরীতে ।

এসব দেখে এক নামী মানুষ বলেন যে আমরা যখন ছোট তখন বাবারা বলতো যে বড় বড় মানুষদের সাথে মিশবে তো ভালো জিনিস শিখবে । কিন্তু এখন ভয় হয় । এরা কেবল মন্দ জিনিস শেখাবেই না ,ব্ল্যাক ম্যাজিক করে মারবে আর সব নাশ করে দেবে ।

অমিতাভ একদল তন্ত্র সাধক বা কাপালিক আনে মহাবালিপুরম থেকে যাতে মিডিয়া হদিস্ না পায় ও বাসায় কুকর্ম করে নিয়মিত। মানুষ মারে ও ক্যানিবালদের খাইয়ে দেয় যারা চাকর সেজে ওর কাছে থাকে।

ঐশ্বর্য চিত্রা নক্ষত্র হয়ত ছিলো। এখন ফলেন অ্যাঞ্জেল। ওর সব রেজাল্ট ফেক্। স্কুল থেকে বেশ্যাবৃত্তি করে। আরাধ্যা হল অমিতাভর মেয়ে ও হিজড়া একটা। ওকে কেটে ফালাফালা করে দেবে কেউ ও অমিতাভকে কিমা বানিয়ে দেবে কেটে। ওদের পুরো বংশ ধবংস হয়ে যাবে।

শ্বেতা নন্দা ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বাপের বংশও ধ্বংস হয়ে যাবে । সবকটার ভয়ানক মৃত্যু হবে। সুস্মিতা ও ঐশ্বর্যকে মিস ওয়ার্ল্ড ও ইউনিভার্স খেতাব থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে । আরাধ্যার ঠাকুমা বা মা পিরিয়ডের কাহিনী শোনায় ইউ-টিউবে বসে, শ্বেতা নন্দা আর নাতনিকে নিয়ে । তা না করে হিজড়াদের নিয়ে লড়াই করা উচিৎ । সেলেবস স্টেটাস্ লাগিয়ে। ঋতুস্রাব অত্যন্ত গোপন জিনিস ভারতে। যদিও দক্ষিণ ভারতে এসব হলে নেমন্তন্ন করে জানায়। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ । এরা এমন এমন জিনিস নিয়ে

আলোচনা করে যা একমাত্র কারো গাইনোকোলজিস্ট এরই জানা উচিৎ।

অথচ ঘরে বসে এক কিন্নর । যার অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে সমাজ কিইনা করে। তাকে নিয়ে আলোচনা করো।

পিরিয়ড কোটি কোটি বছর ধরে হয়েছে, হচ্ছে । হবেও । এতে এত আলোচনা করার কি আছে?

মধ্যবিত্ত ও দরিদ্ররাই সমাজের মেরুদন্ড। না হলে মানুষ এত নিচে নেমে গিয়েছে যে নিজেদের মানুষ বলতেও ঘৃণা হয়।

ওরাই সুস্থ সমাজকে ও সামাজিক কাঠামোকে ধরে রেখেছে।

শ্বেতা বচ্চন দিনের পর দিন নিজের বাপ ও ভাতৃবধূর কিঙ্কি সেক্স দেখতো বড় বড় চোখ করে। ঐশ্বর্যকে নগ্ন করে কোলে নিয়ে অমিতাভের তান্ডব নাচন। অভিষেক এক কাঠপুতলি। বেরোতে গেলে বাপের গুন্ডার গুঁতো। আর পালালেও তুকতাকের গুঁতো।

এই হল কৌ বনেগা কড়োর পতির হোস্টের নগ্ন রূপ ও সতী লক্ষ্মী ঐশ্বর্য রাই এর আসল রূপ। হলিউডের কোন সেক্স স্ক্যামের সময় এই বেশ্যাটা বলেছিলো না

যে আমাকেও আমন্ত্রণ পাঠায় ঐ লোকটি কিন্তু আমার সেক্রেটারি ধরে ফেলে।

ধরে ফেলে কি বলে ? যে বাসায় এমন যন্তর থাকতে হলিউডে গিয়ে কি হবে অ্যাশ ? ওখানে গিয়ে শেষমেশ হয়ে যাবে সত্যিকারের অ্যাশ মানে ছাই মানে ভস্ম। যা তাকে করে দিয়েছে শত্রুরা। এমন বেদর্দ মৃত্যু সায়দই কারোর হয়েছে। সময় হলে মেনস্ট্রিম মিডিয়াতে সেই বডি বার হবে। বার বার বডি ডবল বার করে পাপ চাপা যায়না। একটা সময় এর পরে কসমস বডি ডবল বার করা বন্ধ করে দেয়। সমস্ত শয়তানের যে মৃত্যু

হয়েছে বা হচ্ছে তা মেনস্ট্রিম মিডিয়াতে প্রকাশিত হবে একদিন ও শয়তানি বার হয়ে যাবে।

শ্বেতার মেয়ে নব্য নভেলী আরেক বেজন্মা। ওর বিদেশে পড়াকালীন এই মেয়ে হয়। ওর বর জানতে পারে বা কিছু হয় যা নিয়ে পরে গন্ডগোল শুরু হয়। অমিতাভ ববি দেওল ও এষার কেরিয়ার নাশ করেছে। ওদের বাসা থেকে তান্ত্রিকরা পালাতে গেলে মেরে ফেলে দেয়। নরমাংস ভূকদের খাইয়ে দেয়।

শ্বেতা বদসুরাৎ হবার জন্য অভিনয়ে নামেনি তাই ভাইয়ের বৌ হিসেবে করিশ্মা ও রাণীকে বাসায় আসতে দেয়নি।

এদের জলসা ও প্রতীক্ষা বিনষ্ট হবে ও মাদাম তুঁসোর ওখানে যে মোম মূর্তি আছে তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে জনগণ।

এদের গায়ে থুথু দেবে লোকে। অনেক সম্মান পেয়েছিস্ তুই পাপিষ্ঠ বচ্চন।

শ্রীদেবীর মেয়ে জাহ্নবীকে রেপ্ করে এই শয়তান। তখন এর বৌয়ের কাছে বিচার চাইতে গেলে সে না করে দেয় ও শ্রীদেবীকে দোষ দিতে শুরু করে যে সে

কেন জাহ্নবীকে বলেনি যে অমিতাভ একজন মন্সটার । জাহ্নবী যায় অভিনয়ের শিক্ষা নিতে । সেই চায়ে ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে খাইয়ে রেপ । পরভীন বাবিকেও নাশ করে এই অভিনেতা যার জন্য তার মানসিক রোগ দেখা দেয় ।

এর মানুষকে নাশ করার স্বভাব আছে । যেমন অমর সিং । যেই এক্সপোজ করতে যায় , পতিত হয় ।

আমার তো ফিল্মি কানেকশান আছে । আমার এক পিসি প্রযোজক , পরিচালক ও আরেক দিদি অভিনেত্রী তাই শুনেছি যে এক তরুণী অভিনেত্রী এই অভিনেতার

কাছে যায় দেখা করতে তারপর এমন ফ্যাসাদে পড়ে যে হোটেলে লাগেজ ফেলে পালাতে হয় হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে । ভাগ্যিস্ তার এয়ার টিকিট হ্যান্ড ব্যাগে ছিলো তাই নাহলে অমিতাভ বচ্চনের গুন্ডাদল হোটেল থেকে তুলে কোথায় নিয়ে যেতো আর রেপ করে ক্যানিবালদের খাইয়ে দিতো কেউ জানেনা ।

শাহরুখ খান এর কাছে শিশু ।

একজন ফিয়ার্স রুদ্র এই পুরো পরিবার এর এইসি কি ত্যাইসি করে দেবে । এমন মার দেবেনা যে পুছো মাৎ । নাড়ি ভুড়ি বার করে দেবে সবকটার ।

আমাকে গালি দেয় যে তুই এত শক্তিশালি হলে তোর এমন লাইফ কেন আর আমরা পতিত দেবদেবী হলে সমাজে এত প্রতিষ্ঠিত কেন ?

আমি বলি যে তুই দেখ বড় বড় সাধকের জীবন তারা কত হাম্বেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে । মেটেরিয়াল পজেশান এর সাথে আধ্যাত্মিক জগতের কোনো সম্পর্ক নেই ।

এই রুদ্রের জীবনের বড় শখ নিজ হাতে অমিতাভকে মারা । এই শয়তানকে শেষ করা । এবার হয়ে যাবে । চপ্ করে দেবে

কিমাতে যেমন ও নিরীহ লোকেদের করে থাকে।

ক্রাইম নেভার পেজ্ তা তুমি যতবড় হনু-ই হওনা কেন।

সময় লাগে কিন্তু শাস্তি হই-ই।

সন্তরা মানুষকে গড়েন। তার অর্থ এই নয় যে এই জগতে গড়তে হবে। তা মরণের পরেও সম্ভব। কারণ গীতায় বলাই আছে যে দেহ শুধু নাশ হয়।

দা বডি অনলি ডাইজ।

মরতা হ্যায় কৌন ?

পাপ না করাই শ্রেয় । পাপ বা মহাপাপ করে তারপর কেন করেছি তার ব্যাখ্যা বা যুক্তি দেওয়া কোনো কাজের কথা নয় বরং প্রলোভনে না ফেঁসে নিজেকে বেঁধে রাখাই হল বাহাদুরি ও সৎ মানুষের কর্তব্য । ভূত/প্রেত/পিশাচ/রাক্ষস নিয়ে খেললে এমন হবার সম্ভাবনাই বেশি ।

সন্তরা দেবদেবীদের সন্ত বানান । মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করেন ও দানবকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে থাকেন আর এটাই তাঁদের কাজ । তাঁরা উদ্ধার করতে আসেন । বিনাশ করতে নন ।

শিবঠাকুরের প্রলয় কিন্তু বিনাশ নয় । নতুন সৃষ্টির সূচণা হয় তার থেকে । গার্বেজ সাফ করে, কীটনাশক ছড়িয়ে দিয়ে- নতুন কিরণের স্পর্শ দেওয়া ।

রিভাইভ ও রিস্টোর করা ক্রমাগত ।

আমার গত জন্মের মেয়ে যে সোলেইমানির ঔরসজাত ছিলো তার নাম দেয় দ্বারভাঙা রয়েল ফ্যামিলি , প্রিন্সেস গোদাবরী । তাকে আমার বাবা, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বিবাহ দেন চেট্টিনাড়ের রাজপরিবারের এক মানুষের সাথে । সে প্রিন্স নয় তবে রাজার কাজিনের পুত্র । চেট্টিনাড় রাজপরিবার

ক্ষুদ্র রাজবংশ ছিলো । আমার বাবা বলেই দেন যে আমার মেয়ে রমণ মহর্ষির কাছে চলে গিয়েছিলো তার মেয়েকে প্রাসাদে রেখে । আর দ্বারভাঙার মহারাজও আর জীবিত নেই । আমি ওকে নিয়ে এসেছি তাইজন্য । মানুষ করেছি ।

এটাও বলেন নি যে সে সোলেইমানির মেয়ে আবার নাও বলেনি নি যে দ্বারভাঙার রাজার মেয়ে । আর মহর্ষি তখন এতবড় একজন সেন্ট ও জীবিত ছিলেন যে তাঁর কাছে পৌঁছানো মানেই বিরাট ঘটনা ছিলো তাই কেউ আর কোনো মাথা ঘামায়নি আমাকে নিয়ে ।

ভারতের ফাইনান্স মিনিস্টার পি-চিদম্বরম

হলেন ঐ রাজবংশের মানুষ । খুব সম্ভবত: ওটা ওনার মাতুলালয় ।

প্রয়াত পরিচালক মৃণাল সেন আবার জন্ম নেবেন একজন বিশাল মাপের ভাস্কর হিসেবে । ওনার মূর্তি কথা বলবে । মাস্টারপিস্ বানাবেন উনি । সমস্ত সীমারেখা মুছে দেবে ওনার সৃষ্টি ও ওনাকে মায়েস্ট্রো বলা হবে । পিকাসো-রেমব্রান্ট স্তরের শিল্পী হবেন উনি আর ওনার কৃত সমস্ত কলা আদৃত হবে সারা জগতে, তখন ও পরবর্ত্তীতে ।

সমাপ্ত